বিবেকপ্রসঙ্গ

অ্যানিস্কোয়ামে স্বামীজীর প্রত্যাবর্তন

নন্দিতা চ্যাটার্জি

ভারত তথা পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে দিনটি—১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। একশো কুড়ি বছরেও ম্লান হয়নি বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বিশ্বজয়ের সে-স্মৃতি। তাঁর সেই প্রেমময় "Sisters and Brothers of America..." সম্ভাষণে কী জাদু ছিল, যাতে সাত হাজার শ্রোতার করতালি বেজেছিল দুমিনিট কাল? স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত অথচ অমোঘ শক্তিধর সেই ভাষণ তীব্র আন্দোলন এনেছিল পশ্চিমি শ্রোতার মনে।

স্বামীজীর দৃপ্ত ভঙ্গিমা, তেজোময় ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বপ্রেমের বার্তায় সেদিন মার্কিন মুলুক অভিভূত হয়েছিল।... কিন্তু সেই আলোড়নের কম্পন আজ আর অনুভূত হয় কি মার্কিন দেশে? আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে চারদিকের ভোগ-ঐশ্বর্যের আধিক্য ও অকারণ হানাহানির দৃশ্যের মাঝে স্বামীজীর ভাবাদর্শকে হঠাৎ খুঁজে পাই না। মনে হয় সে-তরঙ্গ বোধহয় নিস্পন্দ আজ। কিন্তু না, একটু গভীরে প্রবেশ করলে আজও ভেসে আসে সেই প্রেমময় ঝংকারের অনুরণন। স্বামীজীর একীভূত প্রেমের বাণী, তাঁর তেজোদীপ্ত অভয়বাণী আজও ঝংকৃত হচ্ছে এদেশের আকাশে বাতাসে।

তিনি যে সত্যিই কায়াহীন ভাবমূর্তি হয়ে আজও বিরাজ করছেন জনমানসে, তারই জ্বলন্ত প্রমাণ পেলাম এবার মার্কিন দেশভ্রমণে। তারই বিবরণ তুলে ধরে নিজের মনকে পূর্ণ করব স্বামীজীর স্মরণ-মননে।

জুলাই মাস, ২০১৩ সাল। আমন্ত্রণ এল অ্যানিস্কোয়াম ভিলেজ চার্চ থেকে—স্বামীজীর দেড়শো বছরের জন্মোৎসব পালন করছেন তাঁরা। আমেরিকার পূর্ব উপকূলে, ম্যাসাচুসেটস্-এর সমুদ্র তীরবর্তী একটি ছোট্ট শহর অ্যানিস্কোয়ামের গির্জায় হবে তাঁদের আপনজনের জন্মোৎসব।

অ্যানিস্কোয়াম ভিলেজ চার্চ-এর কথা একটু বলে নিলে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৬৩১ সালে এই ছোট শহরটির গোড়াপত্তন। চার্চটি নির্মিত হয় ১৭২৮ সালে। প্রাচীন এই চার্চটি উদার ভাবাপন্ন প্রোটেস্টান্ট ধারার। ইন্টার ন্যাশানাল কাউন্সিল অফ কমিউনিটি চার্চ (ICCC)-এর অন্তর্ভুক্ত এই চার্চটি বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যে বিশ্বাসী।

স্বামীজীর আমেরিকা সফরে এই চার্চটির বিশেষ ভূমিকার কথা আমরা জানি। মার্কিন জনগণের উদ্দেশে তাঁর প্রথম বক্তৃতা এখান থেকেই আয়োজিত হয়েছিল। আয়োজক ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক জন রাইট। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'Customs and Life in

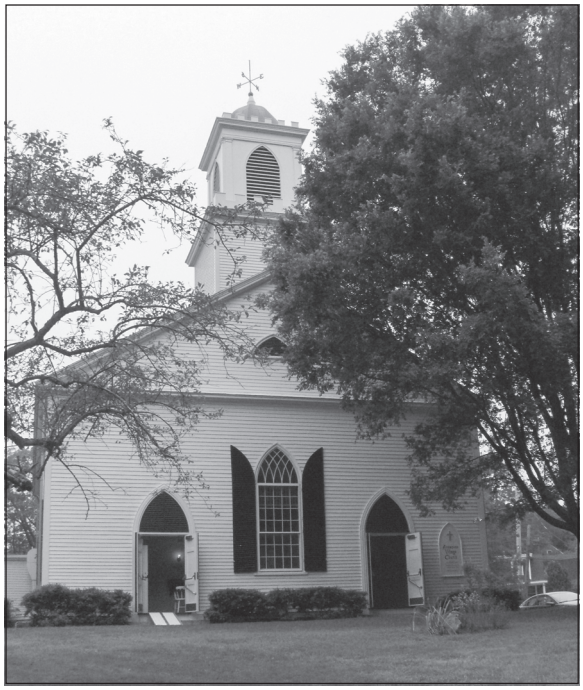

অ্যানিস্কোয়াম ভিলেজ চার্চ

India'। সেবার তিনদিন ২৫—২৭ আগস্ট ১৮৯৩ স্বামীজী ছিলেন এই সুন্দর ছোট্ট জনপদটিতে। পরের বছর ১৬ আগস্ট তিনি আবার এখানে আসেন এবং ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অবস্থান করেন।

এ তো গেল ইতিহাসের কথা। কিন্তু আজও যেভাবে অ্যানিস্কোয়াম স্বামীজীকে মনে রেখেছে তাদের আপনার করে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ২৫ জুলাই ২০১৩ অ্যানিস্কোয়াম ভিলেজ চার্চ আয়োজন করেছিলেন একটি আন্তর্ধর্মীয় সভা (Interfaith Service)—সহায়তায় ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের দুটি শাখা—Vedanta Society of Boston এবং Vedanta Society of Providence.

শীতপ্রধান দেশে গ্রীষ্মকাল মনোরম—এমনই এক সুন্দর ঝলমলে দুপুরে হাজির হলাম অ্যানিস্কোয়াম-এ। সমুদ্রের তীরে ছোট, সাদা রঙের চার্চটি সবুজ বনানীর মাঝে দাঁড়িয়ে আছে—শান্ত, স্নিগ্ধ এক বাতাবরণ। ভেতরে ঢুকে দেখি বহু মানুষ একত্রিত হয়েছেন—ভরে গেছে মূল চ্যাপেলটি। নানা বর্ণের, নানা জাতের মানুষ—সবার মুখে চোখে এক অপূর্ব উদ্দীপ্ত আগ্রহের প্রকাশ সুস্পষ্ট। কীসের টানে এই বর্ণময় মিলন? ভাবতে ভাবতে সামনে তাকিয়ে চমৎকৃত হই।—ওই তো স্বামীজী দাঁড়িয়ে আছেন Podium-এ তাঁর স্বাভাবিক দৃপ্ত ভঙ্গিমায়। হ্যাঁ, তাঁর একটি পূর্ণাবয়ব কাটআউট মূর্তি যেন প্রাণময় হয়ে উঠেছে। তাই কি সকলে উদগ্রীব—আবার 'Sisters and Brothers of America' ধ্বনিত হবে ভেবে? সংগত কারণেই তাই এই গির্জার পাদরি রেভারেন্ড ডি. রাইট তাঁর ভাষণের শুরুতেই বললেন, ''স্বামীজী আজ আমাদের মধ্যেই আছেন।''

অনুষ্ঠান শুরু হল সুন্দর ভাবগম্ভীর পরিবেশে। মূল মঞ্চে, একত্র অবস্থান গির্জার পাদরি ও রামকৃষ্ণ মিশনের বেদান্ত সোসাইটি দুটির অধ্যক্ষদ্বয় স্বামী

অ্যানিস্কোয়াম ভিলেজ চার্চের প্রধান চ্যাপেল

ত্যাগানন্দজী ও স্বামী যুক্তাত্মানন্দজী। পরিবেশিত হল সুমধুর সেতার বাদন।

হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীত সহজেই মিলিত হল পাশ্চাত্যের সংগীত ধারার সঙ্গে। যেন একই রাগবিস্তারের তানে-তানে সহজ মিলন। একই রাগ—একই ভাব—বিশ্বপ্রেম ও একাত্মতার বাণী।

রামকৃষ্ণ মিশনের দুই সন্ন্যাসী ওই চার্চের বেদি থেকে উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন বেদমন্ত্র : ''ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।'' ঘোষিত হল অনন্তের মহিমা।

সেইভাবে সূত্র ধরেই যেন চার্চের কয়্যার গেয়ে উঠলেন : "What words came down to grace his lips/ on that September day!/ The hall was large, but larger still/ his voice rang out strong until/ The farthest corner it did fill/ and no one could say/ What raised the listeners to their feet/ or made them cheer that way."

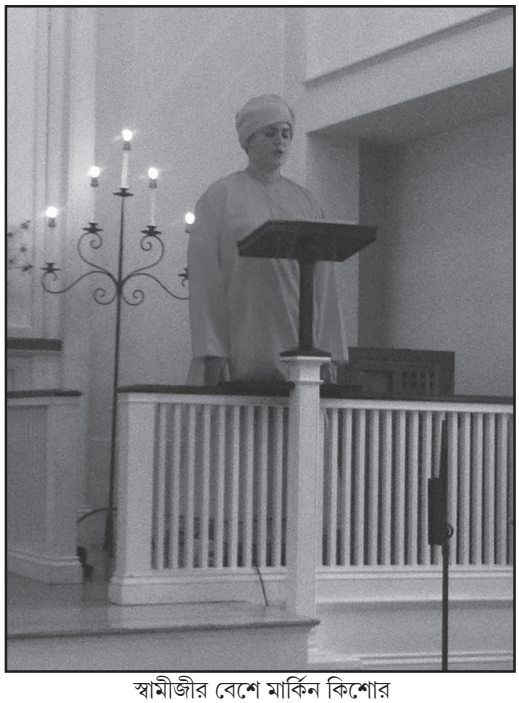

স্বামীজীর বেশে মার্কিন কিশোর

মনে করিয়ে দিলেন কীভাবে আমেরিকাকে জয় করেছিলেন বীর সন্ন্যাসী—ওই অনন্তের জাদুস্পর্শে।

বিবেকানন্দের সেই রূপটি মনে করে যখন আমার 'বাঙালি' মনটা গর্বে ভরে উঠছে, তখনই গান শুরু হল : ''মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো, বিশ্ব-বিবেকানন্দ''। শুদ্ধ উচ্চারণ ও সুরে গানটি পরিবেশন করলেন কিছু প্রবাসী বাঙালি। বাংলা থেকে বারো হাজার মাইল দূরে এমন শুদ্ধ সুরে দরদি ও প্রাণবন্ত গান শিহরণ জাগায় মনে। এর পরেই 'বিশ্ব বিবেকানন্দ'র Clarion call 'Stop not till the goal is reached' ধ্বনিত হল আধুনিক পাশ্চাত্য সংগীত—র‍্যাপ মিউজিকের লিরিকে। প্রসিদ্ধ আমেরিকান র‍্যাপ গায়িকা Hannah Ressigue গান বেঁধেছেন স্বামীজীর উদ্দেশে। তাঁর দোহার তানটি—'Stop not till the goal is reached'—গায়িকার অনুরোধে শ্রোতৃমণ্ডলীও সমবেতভাবে গলা মিলিয়ে গেয়ে ওঠেন। সৃষ্টি হয় এক অপূর্ব উদ্দীপিত আবহের। একের মাঝে বিলীন হওয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছনোর অঙ্গীকার সবার অন্তরে?

স্বামীজীকে স্মরণ করতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ একত্রিত সেদিন। হিন্দু, খ্রিস্টান, জ্যু—সকলের ভাষণেই সেই অনন্ত প্রেমের বার্তা, সেই নিঃস্বার্থ ভালবাসার কথা, ভয়হীনতা, প্রেম ও বিশ্বাসের বাণী বার বার ফিরে আসে। স্বামীজীকে স্মরণ করি তাঁরই মননে। তাঁর ভাবটি আজকে আরও গভীরভাবে প্রবেশ করছে মানুষের অন্তরে। এই গভীর মননেরই প্রকাশ দেখি বিদগ্ধ পণ্ডিত, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস্-এর ইংরেজি অধ্যাপকের স্বরচিত কবিতায়।

এখানেই শেষ নয়। আরও চমক অপেক্ষা

করছিল আমাদের জন্য। স্বামীজীর আমেরিকায় পদার্পণ ও বিজয় অভিযান অবলম্বনে ছোট্ট নাটিকা উপস্থাপন করল স্থানীয় স্কুলের ছেলেমেয়েরা। তেরো বছরের ছোট ছেলেটি যখন গৈরিক বেশে 'Chicago Address'টি বক্তৃতা করছে—তখন অবাক হই ভেবে—ওই ঘটনা ও তার তাৎপর্য কীভাবে এই মার্কিন কিশোরটির ভেতর সঞ্চারিত হল? কী আন্তরিক প্রচেষ্টা এর অন্তরালে! দেশকালের নিরিখে এ তো বহু-বহু দূরের কথা—যার কোনও মর্মার্থই ছেলেটির জানার কথা নয়। কে স্বামীজী, কোথায় ভারত, কবে শিকাগোর ধর্মীয় মহাসভা? কেন ও কী জাদুমন্ত্রে আজকের মার্কিন কিশোরটি এর সঙ্গে নিজেকে মেলাতে শিখল? এও কি স্বামীজীর সর্বব্যাপী প্রেমের স্পর্শে—যা দেশ-কাল কিছু মানে না?

অনুষ্ঠান শেষ হল কয়্যার পরিবেশিত সমাপ্তি সংগীতে, 'Namaste, namaste, I salute the Divine in You.'

স্বামীজী আমাদের ভেতরের যে-দেবত্বকে জাগাতে চেয়েছিলেন—বিশ্ববাসী কি সেই দেবত্বের কাছে প্রণতি জানাচ্ছে? আমাদের মধ্যেই সেই দেবত্ব, যাকে মানুষ মনে রেখেছে, এই কথাই অ্যানিস্কোয়াম ভিলেজ চার্চ আমাদের বুঝিয়ে দিল সেদিনের অনুষ্ঠানে। ধন্য অ্যানিস্কোয়ামের মানুষ।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে

শ্রীসারদা মঠ থেকে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হল

ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে

সম্পাদনা : প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা

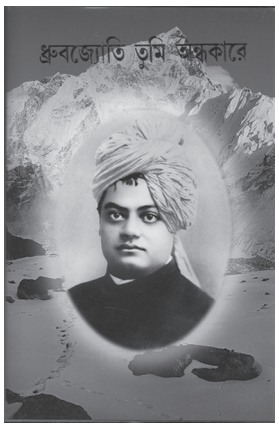

জ্ঞানীগুণী সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনী, গবেষক ও সুলেখকবৃন্দের মননঋদ্ধ রচনায় এ-গ্রন্থ রূপ পরিগ্রহ করেছে। কলম ধরেছেন পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ, স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী চেতনানন্দ, প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা, প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা, প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা, সুব্রতা সেন, স্বরাজ মজুমদার, দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত, পূর্বা সেনগুপ্ত প্রমুখ। আছে প্রয়াত চিন্তাবিদ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অমিয়কুমার মজুমদারের দুটি অনবদ্য সুচিন্তিত রচনার বঙ্গানুবাদ। সঙ্গে আর্টপেপারে স্বামীজীর দশটি রঙিন ছবি। **পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৬৮, মূল্য ২৮০ টাকা।**

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীসারদা মঠ এবং শাখাকেন্দ্রসমূহ, উদ্বোধন কার্যালয়, বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোলপার্ক), যোগোদ্যান (কাঁকুড়গাছি), নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন, অদ্বৈত আশ্রম।